সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪, ৯৫৮২১৮২ ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ঘোষণা

নারী ও কন্যার প্রতি ধর্ষণসহ সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধ কর

৮ মার্চ ২০১৯, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

প্রিয় দেশবাসী,

৮মার্চ- আন্তর্জাতিক নারী দিবস- নারী সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরূত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৫৭ সালে এই দিবসটির সূত্রপাত হয় একটি সূঁচ কারাখানার নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমঘন্টা ৮ ঘন্টা নির্ধারণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেৎকিন-এর প্রস্তাবক্রমে ৮ মার্চকে 'নারীদিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রথমবারের মতো ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। এরপর থেকে জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি দেশের সাথে বাংলাদেশেও নারী সমাজসহ সমাজের সচেতন অংশ প্রতি বছর এই দিবসটি গুরূত্ব ও মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে নারীর কার্যকর বিচরণ লক্ষনীয়। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে নারীরা– পারিবারিক, সাংস্কৃতিক,সামাজিক,পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু নারীদের এসব ভূমিকা,অর্জন ও সাফল্যের অগ্রযাত্রার গতি রোধ করে দিচ্ছে নারীর প্রতি ক্রমাগত ঘটতে থাকা সহিংস আচরণ। ২০১৮ সালে মোট ৩৯১৮ জন নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনা ৯৪২ টি তন্মধ্যে গণধর্ষণ ১৮২টি, ধর্ষণের পর হত্যা- ৬৩ জনকে। যৌন নির্যাতনের শিকার - ১৪৬ জন। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ১৯ জন তন্মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে মোট ১৪৫ টি। ৪১ জন নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে, তন্মধ্যে পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়েছে ১৫ জনকে। ৪৮৮ জন নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। যৌতুকের জন্য নির্যাতন- ২১২ জন নারী, যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ১০২ জনকে। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৮৭ জন, তন্মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ৫৮ জনকে এবং নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ৪ জন। উত্ত্যক্ত করা হয়েছে ১৭১ জনকে, তন্মধ্যে উত্ত্যক্তের কারণে আত্মহত্যা করেছে ১৪ জন। ফতোয়ার শিকার হয়েছে ১২ জন। বাল্য বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে ১৯৩ টি। পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৯ জন। এছাড়া অন্যান্য নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (**তথ্য সূত্রঃ মহিলা পরিষদের ১৪টি পত্রিকার পেপার ক্লিপিং- দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, প্রথম আলো, সমকাল, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, মানবজমিন, ইনকিলাব, কালের কণ্ঠ, The Independent, The Daily Star, New Age, The Daily Observer**)। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে একযোগে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এই নির্যাতনের মাত্রা ও ধরণ দিনে দিনে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংগ্রামী বোন ও ভাইয়েরা,

আমরা মনে করি, নারী ও কন্যাশিশুরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ বিভিন্ন দ্বন্দ্বের কারণে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধ ও সংঘর্ষকালীন এমনকি গণতান্ত্রিক পরিবেশেও ধর্ষণের ঘটনাকে ব্যবহার করা হয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার হিসেবে। নারীকে অবদমন করে রাখার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সাধারণত ধর্ষণের ঘটনা ঘটানো হয়। এছাড়া আমরা মনে করি যে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক বিকাশ সমভাবে না হওয়ায় নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সেভাবে হয়নি বিধায় প্রতিনিয়ত নারীর প্রতি সহিংস ঘটনা ঘটছে ও নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংস আচরণের **উদ্বেগজনক** পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে, সকল নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি '**নারী ও কন্যার প্রতি ধর্ষণসহ সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধ কর**' এই প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে দিবসটি পালন করছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আজ বাংলাদেশ শত প্রতিকূলতার মাঝেও যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছে তার অন্যতম কারণ উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅংশগ্রহণ। কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে, আজও ঘরে-বাইরে নারীর অনেক অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি নেই। নারী একদিকে কর্মস্থলে নিরাপত্তাহীনতা, মজুরিবৈষম্যসহ নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার শিকার, অন্যদিকে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী একটি মহল নারীবিরোধী নানা অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক দাবি তুলে নারীর অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। নারীর অগ্রগতি তথা উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে নারীর প্রতি সহিংসতা কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন, প্রয়োজন আরও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বলতে চাই –

১. নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারীকে দায়ী করার মানসিকতা পরিহার করে তার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে ধর্ষণের শিকার নারীর পাশে দাড়াতে হবে এবং তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, চিকিৎসাসহ ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে হবে।

২. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ঘটনাস্থলকে মূখ্য বিবেচনা না করে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন বা এ ধরনের আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনায় কোন বৈষম্য, বিলম্ব ছাড়াই তাৎক্ষনিকভাবে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে হবে। অপরাধীকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে, অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়, প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে পাড়া-মহল্লায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৪. আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫, ১০ ও ১৬ অর্জনের জন্য ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার করতে হবে।

৫. ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় একটি 'ক্ষতিপূরণ তহবিল' গঠন করতে হবে।

৬. অভিযোগকারী যেন অনলাইনে তার অভিযোগ নিবন্ধন করতে পারেন, সেজন্য ওয়েবসাইট চালু করতে হবে।

৭. ধর্ষণের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে। প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে ধর্ষণকারীকেই ধর্ষণ করে নাই এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে মর্মে বিধান প্রণয়ন করতে হবে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার মামলার সাক্ষীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮. ধর্ষণের ঘটনার মেডিকো- লিগ্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে এবং ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে টু- ফিঙ্গার টেস্ট অবৈধ ঘোষণা করে মাহামান্য হাইকোর্টের রায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

৯. ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. ধর্ষণের শিকার বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর আইনগত সহায়তার ক্ষেত্রে ইশারা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১১. উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন নিপীড়ন বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন ও রায়ের আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১২. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়ন করতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০সহ নারীর অধিকার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকল আইনের ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

১৪. তরুণ-যুবসমাজকে নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার সহিংসতারোধে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

১৫. নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে অধিকতর কার্যকর, দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পৃথক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় করতে হবে।

১৬. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর কন্যার বিয়ের বয়স সংক্রান্ত বিশেষ বিধান বাতিল করে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৭. জাতিসংঘের সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ) এর উপর হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৮. বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করতে হবে। (বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, দত্তক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়সমূহ।)

১৯. একমুখি বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ প্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা নীতি ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

২০. মাদকের ব্যবসা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

নারী ও কন্যার প্রতি উত্ত্যক্তকরণ, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন।।
নারী ও কন্যার প্রতি ধর্ষণ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে–

১। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
২। আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৩। স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৪। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
৫। ব্র্যাক
৬। উইমেন ফর উইমেন
৭। কেয়ার বাংলাদেশ
৮। কর্মজীবী নারী
৯। জাতীয় শ্রমিক জোট
১০। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
১১। আইইডি
১২। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
১৩। নিজেরা করি
১৪। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৫। ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ
১৬। পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন
১৭। অক্সফাম জিবি
১৮। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
১৯। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
২০। আওয়াজ ফাউন্ডেশন
২১। প্রিপ ট্রাষ্ট
২২। এডিডি বাংলাদেশ
২৩। ওয়ার্ল্ড ভিশন
২৪। গণসাক্ষরতা অভিযান
২৫। নাগরিক উদ্যোগ
২৬। ঢাকা ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
২৭। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ
২৮। সারি
২৯। বাউশি
৩০। পাক্ষিক অনন্যা
৩১। এসিডি রাজশাহী
৩২। ব্রতী
৩৩। নারী মৈত্রী
৩৪। ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩৫। বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র
৩৬। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৩৭। জাতীয় নারী শ্রমিক জোট
৩৮। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন
৩৯। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৪০। জাতীয় নারী জোট
৪১। শক্তি ফাউন্ডেশন
৪২। বিপিডব্লিউ ক্লাব
৪৩। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
৪৪। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন
৪৫। নারী মুক্তি সংসদ
৪৬। সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৪৭। ডিআরআরএ
৪৮। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম
৪৯। হিল উইমেন্স ফেডারেশন
৫০। আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
৫১। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
৫২। বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন
৫৩। সরেপটেমিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাব, ঢাকা
৫৪। আর ডি আর এস
৫৫। বিল্‌স
৫৬। এডাব
৫৭। এসডিএস জয়পুরহাট
৫৮। এফপিএবি
৫৯। ওয়াই ডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৬০। দলিত নারী ফোরাম
৬১। দীপ্ত এ ফাউন্ডেশন ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট
৬২। অপরাজেয় বাংলাদেশ
৬৩। ব্লাষ্ট
৬৪। টার্নিং পয়েন্ট
৬৫। সেন্টার ফর মেন এন্ড মেসকুলিনিটিজ স্টাডিস
৬৬। সেভ দ্য চিলড্রেন